জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 23rd June. 1954 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. SERVICE

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৯ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬১ সাল

ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ

—•—

ইহা একটি অতি প্রাচীন গল্প লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এক দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ গ্রামে গ্রামে যাজন ক্রিয়া করিয়া যা উপার্জ্জন করেন, তাই দিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে যজমান বাড়ীর কাজকর্ম্ম কিছু না থাকায়, অর্থকষ্টে পড়িয়াছেন। একদিন গ্রামান্তরে যদি কোনও শ্রাদ্ধাদি করিতে পান, সেই উদ্দেশ্যে দিবা দ্বিপ্রহরে এক বনের মধ্যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। সেই বনে উপদেবতার একটি বিরাট আড্ডা বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বনের মধ্যে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন। এমন সময়ে বৃক্ষের উপর হইতে কে যেন অন্য সকলকে ডাক দিয়া বলিল—এই তো ব্রাহ্মণ উপস্থিত এঁর কাছে একটা শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করে নেওয়া যাক। আমাদের সকলেরই .পিতৃশ্রাদ্ধ বহু দিন হইতে পতিত হইয়া আছে. ইনি একটা দিন দেখিয়া আসিবেন, আমরা সেই দিনে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিব, ওঁর উপর পুরোহিতের ভার অর্পণ করা যাক।

পেটের দায় বড় দায় ব্রাহ্মণ যদিও বুঝিলেন এরা সব অপদেবতা অর্থাৎ ভূত, তবুও ওদের প্রস্তাবে রাজি হইয়া এক কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে আসিতে স্বীকার করিয়া এক শত ভূতের বাবার শ্রাদ্ধের মস্ত বিরাট এক ফর্দ্দ করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর দিন এক গরুর গাড়ী সঙ্গে লইয়া বনে উপস্থিত হইলেন। গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া শ্রাদ্ধের প্রাপ্য দ্রব্যাদি লইয়া বাড়ী যাইবেন এই আশায় গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন।

বনের মধ্যে গাড়োয়ানসহ উপস্থিত হইয়া দেখেন—ভূতেরা বিরাট আয়োজন করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াই বলিলেন—আপনাদের মধ্যে কাহার পিতার শ্রাদ্ধের প্রথম সঙ্কল্প করাইতে হইবে তিনি আসনে উপবেশন করুন। তখন একটা সোরগোল শোনা গেল—কেউ বলে—আমি যখন কলার পেটো এনেছি আমার বাবার শ্রাদ্ধ আগে হওয়া চাই। একজন বলে—আমি ফুল তুলসী এনেছি, আমার বাবার শ্রাদ্ধ আগে না হ'লে আমি আমার আনা ফুল তুলসী ফেলে দিব। যে যা এনেছে তাই উল্লেখ করে ভূতের দলে হাঙ্গামা বেধে গেল। মারামারি ধাকাধাক্কি যাকে বলে ভূত কিলাকিলি তাই সুরু হলো। যে যাকে পায় তাকেই মারে। ব্রাহ্মণ ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরের উপকণ্ঠে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর অদৃষ্টে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। দিল্লীর উপকণ্ঠে গ্রামটির নাম নোরেলা। পণ্ডিতজী সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য এই গ্রামে উপস্থিত হন। উনি উপস্থিত হইলেই তো লোক সমাগম, সভা ও ভাষণ আছেই। সভার প্রাক্‌কালে পরিকল্পনা সচিব শ্রীগোপীনাথ আমন প্রধান মন্ত্রীকে বলেন যে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে একটি ২০০০৲ দুই হাজার টাকার তোড়া উপহার দিবে। টাকা হেন জিনিস! পণ্ডিতজী তো পণ্ডিতজী, এ জিনিষ পেলে মাটির দেবতাও হাত পাতে! যখন টাকার আশায় তিনি সময় কাটাইয়া অনেক দেরী করিলেন, তখনও টাকা আসেনা দেখিয়া তিনি গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ টাকা এলো না। তখন শ্রীগোপীনাথ অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন, টাকা ঠিকই আছে, তবে প্রধান মন্ত্রীর হাতে কে টাকার তোড়াটা দিবে, এই নিয়ে মতান্তর, এবং শেষ পর্য্যন্ত মারামারি, কাজেই টাকা আর আসিল না। পণ্ডিতজী সেই ভূতের পুরোহিত ব্রাহ্মণের মতই হতাশ হইয়া শ্রীআমনের সঙ্গে সে গ্রাম ত্যাগ করিলেন। আমাদের জাতীয় চরিত্র কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে ইহা দ্বারা তাহা বোঝা যায়।

—

নগদ টাকা উপহার

—•—

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্মদিন আগতপ্রায়। গত দুই বৎসর তাঁহার জন্মদিনে পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রাদেশিক কংগ্রেস ভবনে এই শুভ জন্মদিন মহাসমারোহে উদযাপন করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যত বর্ষ প্রবেশ—উৎসব হইল তত হাজার টাকার তোড়া তাঁহার হস্তে অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া স্বহস্তে সেই অর্থ সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এ বৎসর শোনা গেল—মন্ত্রী মহাশয়ের ৭৩তম জন্মদিনে তাঁহাকে ৭৩ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। আবার এখন প্রচার হইয়াছে পুরোপুরি ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকাই দেওয়া হইবে। গত দুই বৎসরে যেই টাকার তোড়া তাঁহার হস্তে প্রদান করা, অমনি তিনি উহা কংগ্রেস সভাপতির হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া উক্ত টাকা কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া স্বীয় বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এবার তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য ভূস্বর্গ কাশ্মীর পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি বঙ্গের অন্যতম কৃতী সন্তান স্বর্গতঃ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন শুনিয়া সকলেই তাঁহার হৃদয়ের মহানুভবতা অনুভব করিতে পারিবেন। ৺শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী জনাব আবদুল্লা সাহেব ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে কাশ্মীরে আহ্বান করিয়াছিলেন, ৺শ্যামাপ্রসাদের শোকার্ত্তা জননী সন্তানের মৃত্যুকে হত্যা সন্দেহে তদন্তের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকটও নিবেদন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। কাশ্মীরের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা জনাব আবদুল্লা যে ৺শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা অভ্রান্তজ্ঞানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী আর তদন্তে রাজী হন নাই। যিনি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এতদিন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন সেই নিরপেক্ষ বিচারক ভগবান অচিরে কাশ্মীর-

শার্দ্দূল জনাব আবদুল্লার ভারতের প্রতি বিশ্বাসের আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া আবদুল্লার শাসিত কাশ্মীরের অধিবাসিগণের দ্বারাই তাঁহাকে যোগ্যস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার অপক্ষপাত তদন্ত ও বিচারের নিদর্শন জগৎবাসীর বোধগম্য করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র আর কি বেশী করিবেন!

নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্
বয়োগতে কিং বনিতা-বিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।

যে প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, তাহাতে তেল দেওয়া চোর চুরি করিয়া পলাইয়া যাওয়ার পর সাবধানতা অবলম্বন, বিবাহের উপযুক্ত বয়স গত হইলে দার পরিগ্রহ, আর জল চলিয়া গেলে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কি ফল হইবে!

আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের ৭৩তম জন্মদিনে তাঁহার আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রাদানের সংকল্প নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হউক। এই কামনা করি।

আমরা চর্ম্মচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই রায় আমাদের নারায়ণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত, কারণ নারায়ণ এর প্রথমে না শেষে ণ এই দুই অক্ষরের মধ্যে রায় সুরক্ষিত। রায় বাদ দিলে থাকে নাণ (NONE—কেহ না) ডাঃ রায়কে বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে কেন সমগ্র ভারতে এমন আর নাই। আমরা প্রার্থনা করি নারায়ণ তাঁহাকে এইভাবে রক্ষা করুন।

আবির্ভাব ও তিরোভাব

যেদিন মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিন তাহার আবির্ভাব দিবস ও যেদিন মানবদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করে, সেদিন তাহার তিরোভাব দিবস বলিয়া গণ্য হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ কেহই বুঝিতে পারে না যিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন অতিমানবের কার্য্যাবলী সম্পাদন করেন, তখন তাঁহাকে অতিমানবজ্ঞানে সকলে তাঁহার জন্মদিন নির্ণয় করিয়া সেই দিনকে তাঁহার আবির্ভাব দিবস বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে। সেই দিবস উৎসব দিবস বলিয়া উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। পঞ্জিকাকারগণ তাঁহাদের পঞ্জিকার মধ্যে সেইদিন পর্ব্ব-দিবস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই মানুষ জন্মিবা মাত্রই তিনি মহামানব না মানবাকৃতি দানব তাহা বোঝা যায় না। ভক্ত কবি কবীর সেইজন্য নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"কবীরা তোম্ যব জগমে আও
জগ হাসে তোম রোই।
এই সা করণী করকে চলো যো,
তোম্ হাসে জগ রোই॥"

অর্থ—"রে কবীরা তুমি যখন জগতে এলে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইলে, জগৎ হেসেছিলো, কিন্তু তুমি কেঁদেছিলে। এমন কাজ করে যাও যে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে যাবে জগৎ তোমার জন্য কাঁদিবে।"

আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে অর্থাৎ ১লা আষাঢ় প্রভু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত যক্ষ রামগিরি আশ্রমে এক বৎসরের মেয়াদে প্রিয়া-বিরহ-দণ্ড ভোগ করিতে করিতে নব জলধর সন্দর্শনে তাহার প্রিয়া-বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সেই মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট গমন করিতে বলিল এবং সেই কল্পিত দূত মেঘের নিকট স্বীয় বিরহ কাতর হৃদয়ের সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল। মহাকবি কালিদাসের কল্পিত এই খণ্ড কাব্য মেঘদূতের যক্ষের বিরহ স্মরণ করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহার প্রতি সমবেদনা সম্পন্ন হইয়া এতদ্দেশে মেঘদূত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অর্থাৎ পয়লা আষাঢ় দুঃখিনী বঙ্গমাতার দুই দুইটি স্নেহের দুলাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই তারিখটিতে মায়ের বুক শূন্য করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়া বাঙালীর হৃদয়ে ১লা আষাঢ়ের বিরহ বেদনা চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। ১লা আষাঢ় তাঁহাদের তিরোভাব দিবস।

এই দিবসে নানা স্থানে নানা বাগ্মী বিদ্বজ্জন তাঁহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া সমবেত জনগণের মনে সাময়িক উচ্ছাসের উদ্রেক করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন এই সকল মহামানবের আদর্শ জনগণ কর্ত্তৃক গৃহীত না হয়, ততদিন এই জাতীয় বিরহ সভার বক্তৃতায় সাময়িক উদ্দীপনা ছাড়া আর কোনও সুফল হয় না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃঋণ-জর্জ্জরিত জীবনে দেউলিয়া খাতায় নাম লিখানো অনেক ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুকৃত হইয়া থাকে। তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উত্তমর্ণগণের দ্বারা উপস্থিত নির্য্যাতন ভোগের দায়ে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নিরুপায় হইয়া দেউলিয়া খাতায় নাম লিখান। পরে যখন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, তখন প্রত্যেক ঋণদাতাকে ডাকিয়া তামাদি দেনাও পরিশোধ করিয়া কলঙ্ক পঙ্কতিলককে যশের চন্দনতিলকে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। যদি এই ঋণশোধের ব্যাপারে তাঁহার আদর্শ সকলের দ্বারা গৃহীত হয়, তবে কত কলঙ্কিত ব্যক্তি জীবনে কলঙ্ক মুক্ত হইয়া হৃত সুনাম পুনরুদ্ধার করিয়া স্মরণীয় হইতে পারেন।

সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি যেমন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, যদি লোকের চক্ষে ধূলি না দিয়া যেরূপ যার অবস্থা সেই ব্যবস্থা করিয়া মিথ্যা মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতঃ সাদাসিদেভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে অভাবের হাতে নিষ্কৃতি পাইতে বেগ পাইতে হয় না। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন 'চা' আমাদের ক্ষণিক উত্তেজনা ছাড়া কোন উপকার করে না। বরং অপকারই করে। চিড়া-মুড়িতে ভেজাল দেয় এমন ভেজালী জন্মায় নাই। যদি চিড়া-মুড়ি জলখাবার খায় তবে ব্যয়ও কম হয়, ভেজালের হাতেও রক্ষা পায়। এই সব মহামানবের অনুকরণ বা তাঁহাদের উপদেশ মান্য করিবার ভাবুক অতি বিরল।

সময় বৃদ্ধি

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত তারিখে টেক্সটাইল লাইসেন্স দাখিলে অপারগগণের জন্য সময় বৃদ্ধি হইয়াছে। সকল থানার সি ও ডি গ্রুপ ২৬শে জুন, ই ও এফ গ্রুপ ২৮শে জুন।

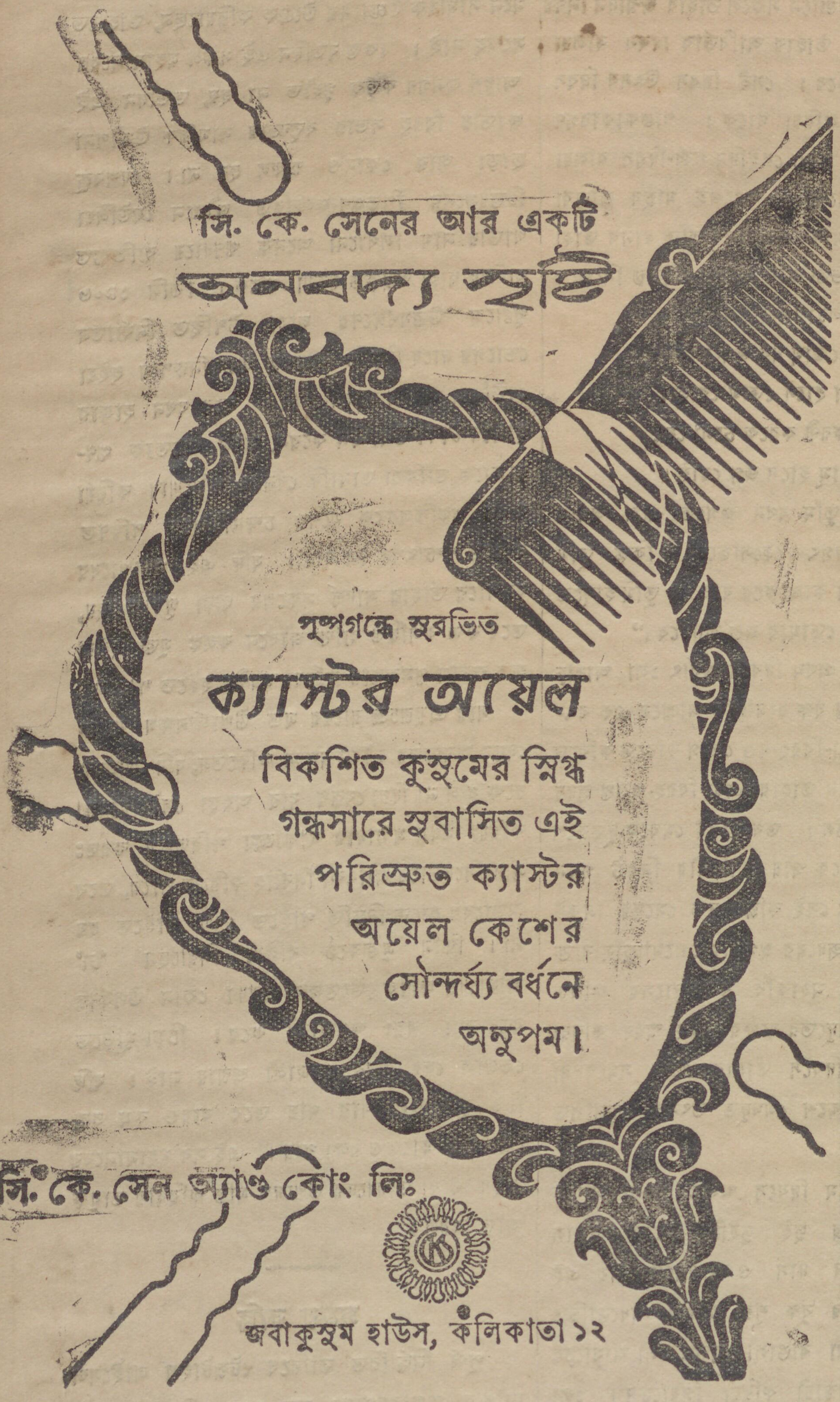

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়াসে‍র ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নেতাজীকে বিষপ্রয়োগ অথবা গুলী করিয়া হত্যার অভিযোগ

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাজীর মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ

শ্রীদেবনাথ দাস কর্ত্তৃক তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী

—০—

কলিকাতা, ১৮ই জুন—তিন দফায় মোট এক বৎসর দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার পর আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীদেবনাথ দাস বলেন, তাঁহার বিশ্বাস নকল বিমান দুর্ঘটনার পরে নেতাজীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়; এখানে জাপানীগণ তাঁহাকে হত্যা করে। শ্রীদাস বলেন বিষ প্রয়োগ করিয়া অথবা গুলী করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। শ্রীদাস বলেন হাসপাতালের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীদাস আরও বলেন, নেতাজী যে বিমানে যাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে এক কোটি টাকার অলঙ্কারাদি ছিল। ইহার প্রায় সবটুকুই খোয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৯৩ হাজার টাকা পরে ভারত সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকারের নিকট নেতাজীর মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার দাবী জানাইয়া বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে সরকার যদি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত না করেন তবে তাঁহারা নিজেরাই জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশনে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণকে লওয়া হইবে। শ্রীদাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া তদন্ত করিয়া তাঁহারা যে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কমিশনের নিকট অর্পিত হইবে। শ্রীদাস সুস্পষ্টভাবে বলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

—

সিনেমার কুফল বন্ধ করুন

প্রধান মন্ত্রীর নিকট মায়েদের আবেদন

নয়াদিল্লী, ১৯শে জুন—অদ্য দিল্লীর তের হাজার গৃহিণী ও মাতা প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক আবেদনপত্র দাখিল করেন। ইহাতে সিনেমার কুফল নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান হইয়াছে।

আবেদনে বলা হইয়াছে—"আজকালকার সিনেমাগুলি আমাদের সন্তানসন্ততির নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এক আপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এগুলি যে তাহাদিগকে শুধু অপরিণত বয়সে যৌন কার্য্যে প্ররোচিত করিতেছে তাহাই নহে, সেগুলি তাহাদের মধ্যে অপরাধ প্রবৃত্তি বাড়াইতেছে এবং সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিতেছে। অনেক ছেলে-মেয়ে পয়সা চুরি করিয়া সিনেমা দেখিতে যায়। বড় বড় সহরে সিনেমাদর্শকদের মধ্যে অল্প বয়স্ক ও অপরিণত ছেলেমেয়েদের সংখ্যাই বেশী।

এই সমস্ত সমাজ-বিরোধী ব্যাপার বন্ধ করা সরকারের কর্ত্তব্য।

—

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই জুলাই ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩৯১ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং নজর সেখ দিং দাবি ১৬৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ২০ শতকের কাত নিজাংশে ৵৩ আঃ ৫৲ খং ৬২

৫৮১ থাং ডিঃ নশিপুর রাজ ওয়ার্ডস দেং সর্ব্ব-মঙ্গলা দেবী দাবি ২১৮৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেগুা জামুয়ার ৪৪ শতকের কাত ৶৬ আঃ ১০৲ খং ২১০

৪১৯ থাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দিং দাবি ১৩৪॥০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ২-৩১ শতকের কাত ২০৶৬ আঃ ২৮০৲ খং ৫৫৬

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

১৯০ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং সাবিত্রীবালা দেবী দাবি ৪৮।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খান্দুয়া ১-৮৫ শতকের কাত ৩।৵০ আঃ ৪০৲ খং ১৫৬৪ হইতে ১৫৬৮

৭১ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং হরিশচন্দ্র রায় দিং দাবি ৬০॥৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর, রামেশ্বরপুর ও রামদেবপুর ৭-২৭ শতকের কাত নিজাংশে ৬৲ আঃ ৫০৲ খং ৩৮৮, ৮৬, ১১৬

৮৭ থাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং মণিমোহন চৌধুরী দেং ননীগোপাল দাস দিং দাবি ১৬৮৶১ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাগডাঙ্গা ৬৫ শতকের কাত ॥১৫ আঃ ৫৲ খং ৯৪ রায়ত স্থিতিবান।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে জুলাই ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৪০ থাং ডিঃ মহিমারঞ্জন দাস দেং শশী সর্দ্দার দিং দাবি ২৪৮৶৯ থানা ফরাক্কা মৌজে বাহাদুরপুর ৪৮১৮০ বিঘার কাত ২৮৶৩ আঃ ১৫৲ খং ৫১১

১০৭ থাং ডিঃ রমারঞ্জন চৌধুরী দিং দেং গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং দাবি ৫৭৵৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কাশিমনগর ১২ শতকের কাত ৮।৶৩ আঃ ২৫৲ খং ৮ রায়ত স্থিতিবান।

৬১ থাং ডিঃ আইজাননেসা বিবি দেং ইমরান হোসেন মণ্ডল দিং দাবি ৫৭৮৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৯৯ শতকের কাত ৯৮০ আঃ ৩৫৲ খং ৪৬ রায়ত স্থিতিবান।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই আগষ্ট ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২২৭ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং অম্বালিকা ঘোষাণী দাবি ৩৮৮/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ২-৬২ শতকের কাত ১১৮/০ আঃ ১০৲ খং ১০১

২২৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৪৶০ মৌজাদি ঐ ২-২১ শতকের কাত ৯৮৶০ আঃ ১০৲ খং ১০০

২২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং মহারাজ বাহাদুর সিংহ দাবি ৪৮০৶০ মৌজাদি ঐ ১৫-৯৩ শতকের কাত ৩৫৭৵০ আঃ ১০০৲ খং ১০৭

৭৩ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং আবদুল মজিদ মোল্লা দিং দাবি ২৪॥৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাহুরা ৮১ শতকের কাত ৩৶১ পাই আঃ ৬০৲ খং ৫৬

১১৮ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং অক্ষয় কুমার দাস দিং দাবি ৬৪॥৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে

দক্ষিণপাড়া ৯৮ শতকের কাত ষোল আনায় ৪৬/৩ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ॥৶৬ পাই আঃ ১৫৲ থং ১৭৯ রায়ত স্থিতিবান।

১১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং অচিন্ত্যমোহিনী দাসী দাবি ৫৮৮৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর, কাটনাই ৯৭ শতকের কাত ষোল আনায় ৩৮৵০ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ১/৮ পাই আঃ ১০৲ থং ৬৪, ৭ রায়ত মোকররী স্বত্ব।

১৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫১৮/৯ থানা ঐ মৌজে গনকর ৫৩ শতকের কাত ষোল আনায় ২১৵১১ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ॥৶২ পাই আঃ ৫৲ থং ৩৬৭ রায়ত মোকররী স্বত্ব।

১৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৩৮/৬ মৌজাদি ঐ ১-৫৪ শতকের কাত ষোল আনায় ৪৮/০ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ১৵০ আঃ ১০৲ থং ৩৭০ রায়ত মোকররী স্বত্ব।

১৪৯ থাং ডিঃ ঐ দেং জেলামননেশা বিবি দিং দাবি ৩৭৶৯ মৌজাদি ঐ ২১ শতকের কাত ষোল আনায় ১৶৩ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ।/৫ পাই আঃ ৫৲ রায়ত স্থিতিবান।

২৩৭ থাং ডিঃ রবীন্দ্রনারায়ণ রায় দেং মনোহর মণ্ডল দিং দাবি ৩৮৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেথালিপুর ।৩৵০ কাঠার কাত ৫।১০ আঃ ৫৲ থং ১০৫২

২৩৮ থাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত চেতরাম দাস গোস্বামী দেং নীরদবরণ বর্ম্মণি দাবি ৫ ৮/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথপুর ৩-৩৭ শতকের কাত ৭৮৶০ আঃ ১০৲ থং ২৮৯

১৬২ থাং ডিঃ সীমা দেবী দেং পঞ্চানন লালা দিং দাবি ৬২৻২ থানা সুতি মৌজে নাজিরপুর ৪-২৬ শতকের কাত ৩৮৫ আঃ ৮৲ থং ৭৭

১৬৪ থাং ডিঃ ঐ দেং নজিবুল সেথ দিং দাবি ১৯৵৯ থানা সুতি মৌজে বংশবাটী ৮৩ শতকের কাত ॥/০ আঃ ৬৲ থং ১৯৫৩

২০০ থাং ডিঃ রমেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী দিং দেং সৌরেন্দ্রমোহন আচার্য্য দাবি ২৯৮৵০ থানা সুতি মৌজে বংশবাটী ২-৪৬ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ১৫৲ থং ৮১৩

২০১ থাং ডিঃ ঐ দেং মহামায়া দাসী দাবি ৫৪।০ মৌজাদি ঐ ২-১০ শতকের কাত ৮৶২ আঃ ২০৲ থং ৯৪৩

২০২ থাং ডিঃ ঐ দেং আবু সেখ দিং দাবি ৮৬॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১০-২৪ শতকের কাত ১০৵২ আঃ ৫০৲ থং ৯৯০

২৪৭ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং নিশিকান্ত দাস দিং দাবি ১৯৮৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাঁচনপাড়া ২-৩৩ শতকের কাত ।।।০ আঃ ১০৲ থং ২৪৬

২৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ৫২॥৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৬৩ শতকের কাত ৮।/৩ পাই আঃ ৪০৲ থং ৩০১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই আগষ্ট ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২১ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং গোবর্দ্ধনচন্দ্র রায় দাবি ১৩৮৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ৪ শতকের কাত ।৭ পাই আঃ ২৲ থং ৪০৯

১৩৯ থাং ডিঃ নেহালিয়া ট্রাষ্ট ষ্টেটের ট্রাষ্টিগণ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং রহিমণ ওরফে মেহেরজান বিবি দাবি ৩৭৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ২-১০ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১০৲ থং ৩২৩

১৪৬ থাং ডিঃ ঐ দেং তিনকড়ি মাল দিং দাবি ১৬॥৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে চামুণ্ডা ১৪ শতকের কাত ।।।০ আঃ ৫৲ থং ৩৫২

১৪০ থাং ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেং দেবু চৌধুরী দিং দাবি ৬৭৮/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে দস্তরহাট ২-৬১ শতকের কাত ১০।৵৯ আঃ ১০৲ থং ২৪।৩৫

১৪১ থাং ডিঃ মৃত গিরিজা বর্ম্মণের ত্যক্ত সম্পত্তির একজিকিউট্রিক্স চারুবালা দেবী দেং গোলামনবী সরকার দাবি ৪৬।০ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাটিয়াপাড়া ২-৫৯ শতকের কাত ১৩৮৵০ আঃ ১০৲ থং ৪৭

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুজয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীর পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য — সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম" — ৩৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ২০, মিনাগম্ ষ্ট্রীট — কলিকাতা। ৩১-১, পটুয়াটুলি, ঢাকা